দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 1 5 2001

তারিখ ...

# এবারের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা বন্ধ হোক

াজ ১৫ই মার্চ সারাদেশে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি
াসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষা। এসএসসি পরীক্ষায় এবারও সারাদেশে আড়াইশ পর
দ্রকে নকলপ্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবু নকলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযা
ণা দিয়ে এ পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। দেশের বৃহত্তম এ দুটি পাবলিক পরীক্ষায় এবার প্রায় সাড়ে ১০
ক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। গত বছর এক বিষয়ে ফেল করেছে এমন প্রায় ৯০ হাজার পরীক্ষা
ক্ষায় অংশগ্রহণ করছে।

বারের এসএসসি পরীক্ষা পরীক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবকসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বি
পর্যপূর্ণ। কেননা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এবারই প্রথম গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষায়
াশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতদিন মাদ্রাসা বোর্ডসহ ৬টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি
ল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার পরীক্ষা হচ্ছে ৮টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে। নবগঠিত সিলে
শাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবারই প্রথম এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মোট পরীক্ষা
াজার ২শ ১২টি, এর মধ্যে ৮শ ৫৩টি এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র। ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত পর
দ্রগুলোতে পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট মোতায়েনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে; কিন্তু সংশয়
হচ্ছে না। নকল বন্ধ হবে তো— এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

বার পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়েও বি
ক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নকলের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ অনেক কেন্দ্রে এবার ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাব
ারণ জনগণও প্রতিরোধ গড়ে তোলার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে বো
জিলেন্স টিম ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়েও পৃথকভাবে নকল প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। বি
ন্দ্র সিট বন্টন প্রক্রিয়াও প্রভাবমুক্ত রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসবই ইতিবাচক পদক্ষে
লের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান যেন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত না হয় এ ব্যাপারে সতর্ক হ
কার।

রীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নকল রোধে গঠন করা হয়েছে ৪শ ২৫টি ভিজিলেন্স টিম। প্রতিটি ভিজিলেন্স
ক্ষণিকভাবে কেন্দ্রগুলোতে অবস্থান করবে। তাছাড়া বোর্ড কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ভ্রাম্যমাণ
পার্টেড কেন্দ্রে হাজির হবে। ১০টি ক্যাডেট কলেজসহ এবার রিপোর্টেড প্রায় সকল পরীক্ষা কে
বর্তন করা হয়েছে। বাতিলও করা হয়েছে বহু পরীক্ষা কেন্দ্র। তদবিরের কারণে অবশ্য কিছু
বহালও করা হয়েছে। কোন পরীক্ষার্থীই নিজ স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবে না। নকল প্রতিরো
য় ইতোমধ্যে বিশেষ ভিজিলেন্স টিমের সদস্য, কেন্দ্র প্রধান এবং পরিদর্শকদের নিয়ে জেলায় জে
করে কঠোর পদক্ষেপের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে নকলের কুফ
র কথা প্রচার করা হয়েছে। বিলি করা হয়েছে পোস্টার ও লিফলেট। নকলপ্রবণতা প্রতিরোধের
লপ্রবণ কেন্দ্র বাতিল, স্কুলের সরকারি ভাতা বন্ধ, নকলের দায়ে ছাত্রছাত্রীদের তাৎক্ষণিক বহি
লে সহযোগিতা ও নকল প্রতিরোধে ব্যর্থতার জন্য শিক্ষক পরিদর্শকের চাকরিচ্যুতি বা বেতন
সহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ ও পদক্ষেপ কতটুকু বাস্তবায়িত হয়—
াই দেখার বিষয়।

াধীনতার দীর্ঘ ৩০ বছর পর বাংলাদেশে এবার প্রথম আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী গ্রেড পদ্ধ
ফল প্রকাশের ব্যবস্থা হলো। এর ফলে প্রাথমিকভাবে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। এ ব্যা
শ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হতে হবে। আমাদের শিক্ষায় এ গ্রেড পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশের সুফল ফ
। এ জন্য কিছুটা সময় হয়তো লাগবে। পরীক্ষায় গ্রেড পদ্ধতি চালু হওয়ার মাধ্যমে মেধা তালি
ম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়ার অনাহূত ও অপ্রয়োজনীয় টেনশন থেকে লাখ লাখ পরীক্ষার্থী
ভাবক রক্ষা পাবেন। এর ফলে নকলপ্রবণতাও কমবে বলে আশা করা যায়।

সএসসি পরীক্ষা কোন রকম উত্তপ্ত রাজনৈতিক কর্মসূচির আওতায় যেন না পড়ে এ ব্যাপারে স
তে, আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানাই। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অতী